Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ রেশমা খাতুন

রোলঃ 216021203

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ রেশমা খাতুন
রোলঃ 216021203

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ রেশমা খাতুন, আইডিঃ 216021203 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোছাঃ রেশমা খাতুন

(স্বাক্ষর)

মোছাঃ রেশমা খাতুন

আইডিঃ 216021203

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা...5

ইতিকাফের পরিচয়:...6

ইতিকাফের প্রকারভেদ :..7

ইতিকাফের স্থান :...9

ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত :..9

ইতিকাফের উপকারিতা :...20

ই'তিকাফের আহকাম:...24

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য:..25

ইতিকাফের বিধানাবলি:...28

***ইতিকাফের প্রয়োজনীয় মাসায়েল:..34

ইতিকাফ ভঙ্গ হলে তার কাযা আদায় প্রসঙ্গে :....................................43

মহিলাদের ইতিকাফ :...45

উপসংহার :..49

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভূমিকা

প্রত্যক মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন হলো মহান আল্লাহ তা'লার ক্ষমা লাভ করা,তাঁর নৈকট্য লাভ করা এবং আল্লাহর তৈরি জান্নাতে একটু জায়গা করে নেওয়া। আর এই জান্নাত কেবলমাত্র তখনই লাভ করা যাবে, যখন বান্দা আল্লাহ তা'লাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসবে,সবকিছুর ওপর আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিবে, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে,তাঁর কাছেই কেবল সকল আবদার করবে এবং তাঁর সান্নিধ্যে পেতে চাইবে। আর আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জন করার জন্য ইবাদাতের একটি উত্তম মাধ্যম হলো ইতিকাফ। ইতিকাফের জন্য বান্দা তার দুনিয়াবি সকল ব্যস্ততাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য ছুটে চলে মসজিদে।মহিলারাও পিছিয়ে থাকেন না। তারা তাদের সংসারের দায়িত্ব গুছিয়ে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে একান্তে সময় কাটানোর জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকেন। বান্দা একান্তভাবে সময় কাটায় আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে,সালাত আদায় করে,যিকির করে, আরও বিভিন্ন ধরনের আমলের মাধ্যমে।যেসকল আমল তাদের গুনাহ মাফের পাশাপাশি বান্দার ক্বলবকে পবিত্র করে,দুনিয়ার কলুষতা থেকে মুক্ত করে,তার পরবর্তী সময় আমলের মধ্যে কাটানোর জন্য ভালো কিছু অভ্যাস গঠন করে দেয়,ব্যক্তিকে তার রবের নিকটবর্তী হতে সাহায্য করে। একজন মুসলিমের জীবনে ইতিকাফের গুরুত্ব অনেক বেশি।আল্লাহ তা'লা ইতিকাফ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বেশ কিছু জায়গায় বলেছেন,এছাড়াও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)এর ইতিকাফ করা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারি। কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

ইতিকাফের পরিচয়:

ইতিকাফ একটি আরবী শব্দ।এটি আরবী ‘আকফ’ ধাতু থেকে এসেছে। আকফ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান করা, স্থির হওয়া, অভিমুখী হওয়া, নিবেদিত হওয়া, নিরবচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি।

· ইতেকাফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো স্থানে আটকে যাওয়া বা থেমে যাওয়া,অবস্থান করা বা আবদ্ধ হয়ে থাকা।

· সাধারণভাবে,”বিশেষ নিয়তে বিশেষ অবস্থায় আল্লাহ তা’ আ লার আনুগত্যর উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে। “

· পরিভাষায়,” ইতিকাফ হল, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততাকে গুটিয়ে, এমন মসজিদে অবস্থান করা, যেখানে জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়। “

*ইসলামি পরিভাষায় নির্ধারিত সময়ে সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে পার্থিব ও জাগতিক সব ধরনের সংস্পর্শ ত্যাগ করে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয়।

· ইসলামী শরীয়ত মতে ইতিকাফ হলো, নির্ধারিত সময়ে জাগতিক কাজ কর্ম ও পরিবার পরিজন থেকে অনেকটা বিছিন্ন হয়ে শুধু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে রাজি-খুশি করার নিয়তে পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয় এমন মসজিদে এবং মহিলার জন্য ঘরের এক কোণের নির্দিষ্ট স্থানে ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করা বা আবদ্ধ হয়ে থাকা। যিনি ইতিকাফ করেন আরবীতে তাকে ‘মুতাকিফ’ বলে।

· যে ব্যক্তি মসজিদে অবস্থান করে এবং ইবাদতে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় ‘আকিফ’ এবং ‘মুতাকিফ’ । অর্থাৎ ইতিকাফকারী। (লিসানুল আরব, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৫)

· আল্লামা আবুল হুসাইন কুদূরী (রহ.) বলেছেন “রোজাদারের নিয়ত সহকারে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে। “

· আল্লামা জুরজানী (রহ.) বলেছেন, “রোজাদারের নিয়ত সহকারে জামে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে। “

https://www.kalerkantho.com

*নোট ফ্রম আইওএম

https://www.alkawsar.com/bn/article/3569/

ইতিকাফের প্রকারভেদ :

· ইতিকাফ তিন প্রকার। যথা:

১. সুন্নতে মুয়াক্কাদা ইতিকাফ:

রমাদানের শেষ দশকে একুশ তারিখের রাত [অর্থাৎ ২০ তারিখ সূর্যাস্তের আগ] থেকে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ইতিকাফ করা।এটাকে সুন্মাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া ইতিকাফ বলে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর এ দিনগুলোতে ইতিকাফ করতেন, তাই একে সুন্নত ইতিকাফ বলা হয়। আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্য পর্যন্ত রমাদানের শেষ দশকের ইতিকাফ করেছেন। এরপর তার পূণ্যবতী জীবন সঙ্গিনীগণও ইতিকাফ করেছেন। [বুখারী: হাদীস, ২০২৬; মুসলিম: হাদীস, ১১৭২]

এটি মহল্লাবাসীর মধ্য হতে যেকোন একজন আদায় করলে পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। কিন্ত কেউ আদায় না করলে মহল্লার সবাই সুন্নাত ইতিকাফ ছেড়ে দেওয়ার গুনাহগার হবে। সুন্নাত ইতিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত।

২. নফল ইতিকাফ:

রমযানের শেষ দশকে পূর্ণ দশ দিনের কম ইতিকাফ করা। অথবা বছরের অন্য যেকোনো সময় যতক্ষণ ইচ্ছা, ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। নফল ইতিকাফের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন নেই। এক মিনিটের জন্য হতে পারে আবার একদিনের জন্যও হতে পারে।আবার যেকোনো সময় হতে পারে।রাত-দিন জরুরি নয়। রোযা রাখাও জরুরি নয়।তবে নফল ইতিকাফ শুরু করে ভেঙে ফেললে কাযা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।তখন রোজা রেখে এক সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করে আরেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত (পূর্ণ একদিন) ইতিকাফ করতে হবে।

৩. ওয়াজিব ইতিকাফ: ইতিকাফ ওয়াজিব হয় মানত দ্বারা। কেউ যদি মানত করে যে,আমি ই'তেকাফ করবো তাহলে তার উপর ইতিকাফ ওয়াজিব হয়ে যায়। (মানত সহীহ হওয়ার জন্য মুখে মানত শব্দ বলা লাগবে)।আবার সুন্নত ইতিকাফ ভঙ্গ করলেও তার কাযা করা ওয়াজিব হয়। এক্ষেত্রেও রোযা ছাড়া ওয়াজিব ইতিকাফ আদায় হবে না।

ইতিকাফের স্থান :

সওয়াবের দিক থেকে ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদে হারাম। এরপর মসজিদে নববী। তারপর মসজিদে আকসা। এরপর যেকোনো জামে মসজিদ। তারপর যেকোনো পাঞ্জেগানা মসজিদ।

তবে নারীদের জন্য ইতিকাফের উত্তম স্থান হল ঘরের নির্দিষ্ট কোনো স্থান। (দ্র. শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৪৭০; মাবসূত, সারাখসী ৩/১১৫; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৮০-২৮১; রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৯)।

তাহলে এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, পুরুষদের ইতিকাফ মসজিদেই হতে হবে।কেউ যদি মনে করেন যে,ইতিকাফ তো একাই করতে হয় তাহলে আমি নিজের ঘরে একা একা করবো,তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত :

মুসলিম উম্মাহর জীবনে ইতিকাফের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। রমজান মাস, মুসলিম জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস।মূলত রমজান মাস হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইবাদতের বসন্তকাল এবং ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মৌসুম। যদিও এই মাস গুনাহগার ও নাফরমানদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুবর্ণ সুযোগের মাধ্যম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি নেক ও পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য রহমত, বরকত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মূল মাধ্যম। তাই আল্লাহ তাআলা রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফের মতো মহান ইবাদতের বিধান রেখেছেন। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি মহা উপহার।যা পূর্ববর্তী নবী (আ.) থেকে সাহাবায়ে কিরামরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আমল করে এসেছেন।এই মাসে মহান আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক মুমিনের জন্য তাঁর ক্ষমা, রহমত , দয়া ইত্যাদি লাভের ঘোষণা দিয়েছেন । এই মাসের শেষ দশক

‘নাজাতের দশ দিন’ হিসেবে পরিচিত। এই শেষ দশকে ফরজ ইবাদত ছাড়া অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রয়েছে, তারমধ্যে ইতিকাফ অন্যতম একটি ইবাদাত।

ইমাম জুহরি (রহ.) বলেন, অনেক আমল তো নবীজি (সা.) কখনো করেছেন আবার কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু মদিনায় হিজরত করার পর থেকে ওফাত পর্যন্ত রমজান মাসের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফের আমলটি তিনি কখনোই ছেড়ে দেননি,বরং প্রতি বছর পালন করেছেন। দাওয়াত, তরবিয়ত, শিক্ষা ও জিহাদে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও রমজানে তিনি ইতিকাফ ছাড়েননি। ইতিকাফকে বলা যায় ঈমানি তরবিয়তের একটি পাঠশালা। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হিদায়েতি আলোর একটি প্রতীক। ইতিকাফরত অবস্থায় বান্দা নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়ার অন্যান্য সকল বিষয় থেকে আলাদা করে নেয়। ব্যক্তি মশগুল হয়ে পড়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিরন্তর সাধনায়। ইতিকাফ ঈমান বৃদ্ধির জন্য একটি বড় সুযোগ।

https://www.kalerkantho.com

**পবিত্র কুরআনুল কারিমে বিভিন্নভাবে ইতিকাফ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে,যেখান থেকে আমরা ইতিকাফের গুরুত্ব কতটা তা বুঝতে পারি। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর কথা উল্লেখ করে কুরআনে বলা হয়েছে:

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [(البقرة :١٢٥]

'এবং আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু- সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো'। (সূরা বাকারা : ১২৫)।

উলামাগণ বলেন,এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে,বাইতুল্লাহ স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো তাওয়াফ করা, ইতিকাফ করা ও নামায কায়েম করা। আর আমার ঘর বলে দুনিয়ার সমস্ত মসজিদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কেননা মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় ইতিকাফ একটি বিশেষ ইবাদত, যা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল। আর যে আমল আল্লাহ তা' লার পছন্দ তার গুরুত্ব ও ফজিলত অবশ্যই অনেক বেশি। এছাড়াও এখান থেকে এটাও বুঝা যায় যে,ইতিকাফ ইবরাহিম (আ:) এর সময় থেকেই ছিলো।এটি অনেক প্রাচীন, এবং এটি মুসলিম উম্মাহের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

· ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কি আচরণ হবে তা বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন:

) [البقرة :١٨٧] (

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

'আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফকালে স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না'। (সূরা বাকারা: ১৮৭)।

তাহলে এখানে দেখা যায়, আল্লাহ তা'লা ইতিকাফের করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয় নিজেই কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতা এবং জাতিকে লক্ষ্য করে মূর্তির ভর্ৎসনা করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তা উল্লেখ করে বলেন:

((إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

[الانبياء :٥٢]

'যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'এই মূর্তিগুলো কি? যাদের পূজারি (ইতেকাফকারী হয়ে) তোমরা বসে আছ?' (সূরা আম্বিয়া: ৫২)

মূর্তি পূজারীরা অনেক মনোযোগ দিয়ে ভক্তি সহকারে মূর্তির সামনে বসে থাকে যা আল্লাহ ইতিকাফকারীর সাথে তুলনা করছেন। কারণ ইতিকাফকারী আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে।আর আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার জন্য অবশ্যই আল্লাহ তা'লা উত্তম পুরষ্কার রেখেছেন।

· পবিত্র কুরআনের আয়াত ছাড়াও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস ইতিকাফ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য হতে ফজিলত সম্পর্কিত কিছু হাদীস নিচে উল্লেখ করা হলো।

· عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهاَ « أ

· زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ

'أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষের দশকে ইতিকাফ করেছেন, ইন্তেকাল পর্যন্ত। এরপর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেছেন'। [বুখারী: ২০২৪; মুসলিম ১১৭২]

،عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ :كَانَ *رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

.يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانِ

'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমজানে ইতিকাফ করতেন। [বুখারী: ২০৪১]

· হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন-

أَنَّ النَّبِيَّ)صلى الله (كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ

‘নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল।’ (বুখারি ২০২৬)

· ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।’ (মুসলিম, হাদিস নম্বর ১১৭১)

মদিনায় অবস্থানকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবছরই ইতিকাফ পালন করেছেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও রমজানে তিনি ইতিকাফ ছাড়েননি।এছাড়াও কখনো যুদ্ধের কারণে বা অন্য কোনো কারণে ইতিকাফ করতে না পারলেও তিনি পরবর্তীতে কাযা করেছেন।তাহলে ইতিকাফ কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে রাসূল (সা:) কখনো এই আমল ছাড়তে চান নি।সময়ে না করতে পারলেও কাযা করেছেন।

· এছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ইন্তেকালের বছরে বিশ দিন ইতিকাফ করার ব্যাপারটিও হাদিসে এসেছে-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন-

كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ)صلى الله (الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِي الْعَام الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ،

অর্থাৎ প্রতি বছর জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে একবার কুরআন মাজিদ শোনাতেন ও শুনতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

দুবার শুনিয়েছেন। প্রতি বছর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানে দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।' (বুখারি ৪৯৯৮)

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে প্রতিবছর দশ দিন ইতিকাফ করতেন,তাঁর ওফাতের বছরে তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে ইতিকাফ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

· হাদিসে পাকে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ،

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নত হলো, 'সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাজায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সঙ্গে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, রোজা না রেখে ইতিকাফ করবে না এবং জামে মাসজিদে ইতিকাফ করবে।' (আবু দাউদ ২৪৭৩)

রোগী দেখতে যাওয়া,জানাজায় অংশগ্রহণ করা, স্ত্রীর সাথে উত্তম সময় কাটানো অবশ্যই অনেক ভালো কাজ, অনেক হাদিসেও এসব কাজের জন্য তাগিদ এবং সওয়াবের বর্ণনা এসেছে।কিন্তু ইতিকাফ অবস্থায় এসব কাজ থেকে বিরত থাকাতে সমস্যা নেই, বরং বিরত থাকাকে উত্তম বলেছেন।কেউ কেউ বলেছেন ইতিকাফকারী এসব কাজে অংশগ্রহণ না করলেও ইতিকাফে থাকার কারণে এসব কাজের সওয়াব পাবে।তাহলে এখান থেকেও ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত যে অনেক বেশি এটা বুঝা যায়।

· এছাড়াও ইতিকাফের অনেক ফজিলত রয়েছে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহর ঘরের মেহমান হিসেবে অবস্থান করতে পারে এবং ইবাদতে মগ্ন থাকতে পারে। এমনকি গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভের পাশাপাশি অসংখ্য নেকি অর্জনেরও সুযোগ রয়েছে। ইতিকাফের নিয়ত অবস্থায় ব্যক্তি মসজিদে ঘুমালেও সে নেকি অর্জন করতে থাকবে।আল্লাহ তা’ লা নেকি অর্জন করার কত উপায় তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন! সুবহানআল্লহ।হাদিসে পাকে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ)صلى الله (قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ ،وَيُجْرَى لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا

*হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতেকাফকারী সম্পর্কে বলেন, ‘সে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেককারদের সব নেকি তার জন্য লেখা হয়।’ (ইবনে মাজাহ ১৭৮১)

· হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাণী বর্ণনা করেন যে, ইতিকাফকারী গুনাহ থেকে হেফাযতে থাকেন এবং তাকে অনেক এমন আমলের সওয়াব দেওয়া হয় যেগুলো সে ইতেকাফ করার কারণে করতে পারেনি। (তাবলীগে নেসাব)

এ হাদীসে দুটি বিশেষ ফজিলত সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

এক. ইতেকাফের অসীলায় গুনাহ থেকে হেফাযতে থাকা যায়। কারণ বেকার বসে থাকলে অনেক গুনাহ ও অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি এমনিতে হয়ে যায়। আর রমযানের মতো পবিত্র সময়ে গুনাহে লিপ্ত হওয়া অনেক বড় মারাত্মক গুনাহ। তাই রমযানে গুনাহ থেকে পরিত্রানের পথ হলো ইতিকাফ করা।

দুই. অনেক নেক আমল এমনও রয়েছে যেগুলোর আমল না করেই ইতিকাফের অসীলায় তার সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন রুগীর সেবা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। মসজিদে ইতিকাফে বসে থাকলেই এগুলোর সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহু আকবার, আল্লাহপাক কতো বড় ক্ষমতার অধিকারী! আর তাঁর রহমত ও দয়া কতো বেশি। ইতিকাফ একটি ইবাদত,কিন্ত এই একটি ইবাদাত করার জন্য ব্যক্তি আরও অন্য নেকী অর্জনের কাজ না করেও তার সওয়াব পাচ্ছে। আসলে আল্লাহ তায়ালা সওয়াব দেওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করেন। কিন্তু আমরা তা বুঝি না। তাই তো বলতে হয়

"তাঁর দয়া সদায় সর্বত্র বিরাজমান যদি তুমি হও খোশনসীব ও বুদ্ধিমান।"

· এছাড়াও তাবলীগী নেসাবে ফাযায়েলে রমযান নামক কিতাবে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লহি আলায়হি লিখেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইতিকাফের সওয়াব অনেক বেশি। ইতিকাফের জন্য এর থেকে বেশি ফযীলত আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং নবী পাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বদা রমযানে ও অন্যান্য মাসে ইতিকাফ গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। ইতেকাফকারীর উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো,যে কারো দরবারে এমনভাবে আবেদন করে যে, তা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত সে দরবার ত্যাগ করে না।

"প্রিয় প্রাণ টুকু ব্যয় হোক পদতলে তোমার দিলের অতল গভীরে প্রত্যাশা এটাই আমার।"

· প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা এমন এক বস্তু যখন তা প্রকাশ পায় তখন পাথরসম হৃদয়ও বিগলিত হতে বাধ্য হয়.আর মহান আল্লাহ তা'লা তো ক্ষমার জন্য বাহানা তালাশ করেন। এমনকি অনেক সময় বাহানা ছাড়াই ক্ষমা ও দয়া করেন.সেখানে বান্দা যদি তাঁর ভালোবাসায় সবকিছু পেছনে ফেলে তাঁর স্মরণে মগ্ন হয়, দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহর ঘরে ইতিকাফে বসে যায়,আল্লাহর কাছে ক্ষমা

চায় আল্লাহ কি ক্ষমা না দিয়ে থাকতে পারেন!!! বরং আল্লাহর নেয়ামত ও রহমত পেতে তার কোনো চিন্তা করতে হয়না। আর আল্লাহ যখন দয়া করে কাউকে আপন নেয়ামত দান করেন তখন কেউ তাকে প্রশ্নও করতে পারে না যে,আপনি আপনার অমুক বান্দাকে অমুক পুরস্কার কেন দিলেন? তাহলে ইতিকাফের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের সবটুকু দিয়ে আল্লাহর কাছে অনেক কিছু চাইতে পারে আবার সবকিছু পেতেও পারে।এখান থেকেও ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত কতটা তা বুঝা যায়।

· "মারাকিল ফালাহ" গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন যে, ইখলাসের সাথে ইতিকাফ হলো সর্বোত্তম ইবাদত। যার বর্ণনা কলমের দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কারণ ইতিকাফ দ্বারা অন্তরকে দুনিয়া থেকে পৃথক রাখা যায়। নিজেকে একমাত্র আল্লাহর হাতে অর্পণ করা সহজ হয়। ইতেকাফের প্রতিটি মুহুর্ত ইবাদতে কাটে। মানুষের চব্বিশ ঘন্টার জীবন ইবাদত হয়ে যায়। ইতেকাফ অবস্থায় সব কাজ ইবাদত হয়ে যায়। এমনকি ঘুমানো বা জেগে থাকাও ইবাদত হয়ে যায়। যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সহজ হয়। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আল্লাহপাক তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হন। আর যে তাঁর দিকে ধীরে চলে আল্লাহপাক তাঁর দিকে দৌড়ে আসেন। ইতিকাফ দ্বারা আল্লাহর ঘরের মেহমান হওয়া যায়। আল্লাহর মেহমানকে তিনি কেমন কদর করতে পারেন তা বিবেকবান ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারেন। তা ছাড়াও মসজিদ আল্লাহর দূর্গ, সে দূর্গে প্রবেশ করলে নিরাপদে থাকা যায়। ঈমানের দুশমন শয়তান এই দূর্গে প্রবেশ করতে পারে না।

** [বই যিকির ও ইতিকাফের গুরুত্ব:শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.)]

· এছাড়াও, ইতিকাফের আরেকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে লাইলাতুল কদর বা শবে কদরের রাত অনুসন্ধান করা। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে জানা যায়, লাইলাতুল কদরের রাত রমজান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতের যে কোনো একটি হবে। যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ

'তোমরা উহা (লাইলাতুল কদর) শেষ দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ কর।' (বুখারি ২০২৭)

এজন্য ইতিকাফকারী রমজানের শেষ দশকের প্রতিটি রাতে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার মাধ্যমে, সহজেই কদরের রাত পেতে পারে। কেননা এই রাতকে উত্তম রাত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ خَيۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ

'কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।' (সুরা কদর: আয়াত- ৩)

এছাড়াও পবিত্র রমজানে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইবাদতের মাত্রা খুব বেশি বাড়িয়ে দিতেন। শেষ দশক এলে এর মাত্রা আরো বেড়ে যেত। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) শেষ দশকে ইবাদতের মাত্রা এত বেশি বাড়িয়ে দিতেন, যেমনটি অন্য সময় করতেন না। (আস সুনানুল কুবরা, হাদিস : ৮৩৫১; মুসলিম, হাদিস : ১১৭৫)

অন্য হাদিসে আয়েশা (রা.) বলেন, শেষ দশকে নবীজি (সা.) কোমর বেঁধে আমল করতেন। অর্থাৎ খুব গুরুত্বসহ আমলে লিপ্ত থাকতেন।রমজানের শেষ দশকে রাসুলুল্লাহ (সা.) সারা রাত জেগে থাকতেন। শেষরাতে পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, রমজানের শেষ দশক এলে রাসুল (সা.) কোমর শক্ত করে বেঁধে নিতেন এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৪)

তাহলে ইতিকাফ করার মাধ্যমে ব্যক্তি সহজেই কদরের রাত পেতে পারে যার মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। ইতিকাফ সম্পর্কে আল্লাহ তা' লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।এছাড়াও শেষ দশকে আল্লাহর রাসূল(সা:) ইতিকাফ করতেন এমনকি কোমড় বেধে আমল করা শুরু করতেন। ইতিকাফের গুরুত্ব ও মর্যাদা এখান থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

· ইতিকাফকারী ব্যক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে আতা (রহ.) বলেন যে কোনো ব্যক্তি এসে কারো দরজায় কড়া নাড়ল এই বলে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কিছু না দেওয়া হবে, ততক্ষণ সে এখান থেকে এগোবে না। অনুরূপভাবে ইতিকাফকারী ব্যক্তিও আল্লাহ তাআলার দরজায় কড়া নাড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা অর্জিত না হয়, ততক্ষণ সে আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে ফিরে আসে না। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ২৬৯)

· ইতিকাফের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) বলেন, মসজিদে ইতিকাফ হচ্ছে হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার পবিত্রতা ও চিত্তের নিষ্কলুষতা; চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা। ফেরেশতাদের গুণাবলি অর্জন এবং লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভসহ সব ধরনের ইবাদতের সুযোগ লাভের সর্বোত্তম উপায়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইতিকাফ পালন করেছেন এবং তাঁর পূতঃপবিত্র বিবিগণসহ সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই এই সুন্নতের ওপর আমৃত্যু আমল করেছেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ৪২)

https://www.kalerkantho.com

সর্বোপরি ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত মুসলিম উম্মাহের জন্য অনেক বেশি। বড়ই আশ্চর্য ও আফসোসের বিষয় হলো, এই মর্যাদাপূর্ণ আমলটির ব্যাপারে মানুষ তেমন গুরুত্ব দেয় না। (ফাতহুল বারি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৫)। কিন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতকে কারো অবহেলায় নষ্ট করা উচিত না।

ইতিকাফের উপকারিতা :

ইতিকাফের অনেক উপকারিতা রয়েছে।নিচে কিছু দেওয়া হলো:

(১) ইতেকাফকারী এক নামাজের পর আর এক নামাজের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, আর এ অপেক্ষার অনেক ফজিলত রয়েছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ

'নিশ্চয় ফেরেশতারা তোমাদের একজনের জন্য দুআ করতে থাকেন যতক্ষণ সে কথা না বলে, নামাজের স্থানে অবস্থান করে। তারা বলতে থাকে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন, যতক্ষণ তোমাদের কেউ নামাজের স্থানে থাকবে, ও সালাত তাকে আটকিয়ে রাখবে, তার পরিবারের নিকট যেতে সালাত ছাড়া আর কিছু বিরত রাখবে না, ফেরেশতারা তার জন্য এভাবে দুআ করতে থাকবে'। [বুখারী: ৬৫৯]

তাহলে ইতিকাফকারী পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করায় ফিরিস্তাদের দুয়া পায়।

(২) ইতেকাফকারী কদরের রাতের তালাশে থাকে, যে রাত অনির্দিষ্টভাবে রমজানের শেষ দশকের যে কোন রাত হতে পারে। এই রহস্যের কারণে আল্লাহ

তাআলা সেটিকে বান্দাদের থেকে গোপন রেখেছেন, যেন তারা সবটা সময় জুড়ে তা তালাশ করতে থাকে। ইতিকাফকারি কদর পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে অফুরন্ত নেকি অর্জন করতে পারে।

(৩) ই'তিকাফের ফলে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়, এবং আল্লাহ তাআলার জন্য মাথা নিচু করার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾]الذاريات :٥٦[

'আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

আর এ ইবাদতের অনেক প্রতিফলন ঘটে ইতিকাফ অবস্থায়। কেননা ইতিকাফ অবস্থায় একজন মানুষ নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর ইবাদতের সীমানায় বেঁধে নেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনায় ব্যকুল হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলাও তাঁর বান্দাদেরকে নিরাশ করেন না, বরং তিনি বান্দাদেরকে নিরাশ হতে নিষেধ করে দিয়ে বলেছেন:

قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾]الزمر :٥٣[

অর্থাৎ: বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ও না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা যুমার: ৫৩)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾]البقرة :١٨٦[

'আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে- বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি যখন সে প্রার্থনা করে। কাজেই তারা যেন আমার হুকুম মান্য করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সম্ভবত তারা পথ প্রাপ্ত হবে'। (আল-বাকারা: ১৮৬)

(৪) মসজিদে ইতিকাফ করার মাধ্যমে ব্যক্তি মসজিদকে পছন্দ করা শুরু করতে পারে।যেটা কেবল সম্ভব প্রবৃত্তিকে অভ্যস্ত করানোর মাধ্যমে, কেননা প্রবৃত্তিকে যে বিষয়ে অভ্যস্ত করানো হবে সে বিষয়েই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে- মসজিদে অবস্থান করা পছন্দ হতে শুরু করলে মসজিদকে সে ভালোবাসবে, সেখানে সালাত আদায়কে ভালোবাসবে। আর এ প্রক্রিয়ায় আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক মজবুত হবে। হৃদয়ে সৃষ্টি হবে সালাতের ভালোবাসা এবং সালাত আদায়ের মাধ্যমেই অনুভব করতে শুরু করবে হৃদয়ের প্রশান্তি। যে প্রশান্তির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছিলেন:

«أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ

'নামাজের মাধ্যমে আমাদের শান্তি দাও হে বেলাল'। [তাবরানী: ৬২১৫]

(৫) মসজিদে ইতিকাফের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে নেওয়ার কারণে মুসলমানের অন্তরের কঠোরতা দূরীভূত হয়, কেননা কঠোরতা সৃষ্টি হয় দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও পার্থিবতায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখার কারণে। মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার কারণে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা কমে যায় এবং আত্মিক উন্নতির অভিজ্ঞতা অনুভূত হয়। মসজিদে ইতিকাফ করার কারণে ফেরেশতারা দুআ করতে থাকে, ফলে ইতেকাফকারী ব্যক্তির আত্মা নিম্ন স্তর ছাড়িয়ে ফেরেশতাদের স্তরের দিকে ধাবিত হয়। ফেরেশতাদের পর্যায় থেকেও বরং ঊর্ধ্বে ওঠার সুযোগ পায়। কেননা ফেরেশতাদের প্রবৃত্তি নেই তাই প্রবৃত্তির

ফাঁদে তারা পড়ে না। আর মানুষের প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্ত হয়ে যায়।

(৬) ই'তিকাফের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি আসে।

(৭) বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৮) একান্তভাবে তওবা করার সুযোগ লাভ হয়।

(৯) তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়া যায়।

(১০) ইতিকাফে থাকলে ব্যক্তির অনেক ভালো অভ্যাস গড়ে ওঠে,যা পরবর্তীতে তাকে গুনাহমুক্ত থাকতে সাহায্য করে।ইতিকাফ একজন ব্যক্তির ভালো বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য ট্রেনিং পিরিয়ড হিসেবে কাজ করতে পারে।

(১১) সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়।

(১২) ইতিকাফের বড় একটি উপকারিতা হচ্ছে, অধিক ইবাদতের সুযোগ পাওয়া। এ জন্যই আল্লাহর রাসুল (সা.) ইতিকাফের সময়গুলোতে ইবাদতের মাত্রা এত বেশি বাড়িয়ে দিতেন, যেমনটি অন্য সময় করতেন না।

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যখন রমজানের শেষ ১০ রাত আসত, তখন নবী করিম (সা.) কোমরে কাপড় বেঁধে নেমে পড়তেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন। আর পরিবার-পরিজনকেও তিনি জাগিয়ে দিতেন।' (বুখারি, হাদিস : ১০৫৩)

(১৩) হজরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের নিয়তে কদরের রাতে ইবাদত করবে; তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি, হাদিস : ৩৪)। ইতিকাফকারী ছাড়াও অন্য যেকেউ শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে

ইবাদতের মাধ্যমে শবে কদর পেতে পারেন। তবে ইতিকাফকারী যেহেতু নিজেকে অন্যসব ব্যস্ততা থেকে দূরে সরিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য সমর্পন করেন এবং প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে থাকেন, তাই তার জন্য সহজেই এই রাতের বরকত ও ফজিলত লাভ করা সম্ভব। পরিশেষে বলা যায় যে,ইতিকাফের অনেক উপকারিতা রয়েছে।

https://www.dhakapost.com

[বই এর পিডিএফ:ইতিকাফ,তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও বিধান: মুহাম্মদ আকতারুজ্জামান]

সর্বোপরি,ইতিকাফের মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারে,অন্তর নরম হয়,আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়,দুনিয়ার প্রতি লোভ কমে যায়,ব্যক্তি জান্নাত লাভের স্বপ্ন দেখে সেই পথে এগিয়ে যেতে পারে।

ই'তিকাফের আহকাম:

*ইসলামি শরীয়াতে ইতিকাফের অবস্থান:

শরিয়তে ইতিকাফ হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। (আল ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১৩৬)

রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি স্বতন্ত্র সুন্নত।

ইতিকাফের সবচেয়ে উপযোগী সময় রমজানের শেষ দশক। এটাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া বলে। ইতিকাফ কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

ইতিকাফ বিনিময়যোগ্য নয়।টাকা দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে ইতিকাফ করালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।এলাকাবাসীর মধ্যে থেকে যেকোনো একজন করলেই সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে।কেউ না করলে সবাই সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার গুনাহগার হবে।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন: কোন মুসলমান ইতিকাফকে সুন্নাত বলে স্বীকার করেনি এমনটি আমার জানা নেই।

**[বই এর পিডিএফ:ইতিকাফ,তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও বিধান: মুহাম্মদ আকতারুজ্জামান] **https://www.kalerkantho.com

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য:

(১) আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা।

ইবনে কাইয়ূম রহমাতুল্লহি আলায়হি বলেন, ইতিকাফের আসল উদ্দেশ্য ও রূহ হলো, মনকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। আর তা এমনভাবে যে, সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর দিকে চেয়ে থাকা। গায়রুল্লাহর পরিবর্তে এক আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। এমনকি মাখলুকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার পরিবর্তে খালেকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। যে সম্পর্ক অন্ধকার কবরে কাজে আসবে, কিয়ামতের দিন তার মুক্তিও এ সম্পর্কের মাধ্যমে হবে। যেদিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তাই যদি মাওলার সাথে সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায় তাহলে কি পরিমাণ স্বাদ ও মজা অনুভব হয় তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

"দিবা নিশি সাক্ষাত পাওয়ার গভীর প্রত্যাশা দিলে চিন্তিত হয়ে বসে আছি না জানি তা কখন মিলে। "

এছাড়াও,আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হওয়া ও আল্লাহ কেন্দ্রিক ব্যতিব্যস্ততার মাধ্যমে অন্তর সংশোধিত ও ঈমানি দৃঢ়তা অর্জন হয়। । বান্দার কাজ হল তাঁকে স্মরণ

করা, তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর ইবাদত করা। সর্বদা তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা, এরই মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক দৃঢ় ও মজবুত হয়।

(২) পাশবিক প্রবণতা এবং অহেতুক কাজ থেকে দূরে থাকা।

রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে অতিরিক্ত পানাহার ও যৌনাচারসহ পশু প্রবৃত্তির বিভিন্ন প্রয়োগ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তেমনি তিনি ই'তিকাফের বিধানের মাধ্যমে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন অহেতুক কথা-বার্তা, মন্দ সংস্পর্শ ও অধিক ঘুম হতে।

ই'তিকাফের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অর্থে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দুআ ইত্যাদির বেশি বেশি চর্চার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক সুযোগের মাঝে ব্যক্তি নিজেকে পেয়ে যায়।

(৩) শবে কদর তালাশ করা

ইতিকাফের মাধ্যমে শবে কদর খোঁজ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আবু সায়ীদ খুদরি রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস সে কথারই প্রমাণ বহন করে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

،إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ، أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي :إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ

فَلْيَعْتَكِفْ

'আমি প্রথম দশকে ই'তিকাফ করেছি এই (কদর) রজনী খোঁজ করার উদ্দেশ্যে, অতপর ই'তিকাফ করেছি মাঝের দশকে, অতপর মাঝ-দশক পেরিয়ে এলাম, তারপর আমাকে বলা হল, (কদর) তো শেষ দশকে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ

ইতিকাফ করতে চায় সে যেন ইতিকাফ করে, অত:পর লোকেরা তাঁর সাথে ইতিকাফ করল'। [মুসলিম: ১১৬৭]

(৪) মসজিদে অবস্থানের অভ্যাস গড়ে তোলা।

ইতিকাফের মাধ্যমে বান্দার অন্তর মসজিদের সাথে জুড়ে যায়, মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। হাদীস অনুযায়ী যে সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ছায়ার নীচে ছায়া দান করবেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ওই ব্যক্তি মসজিদের সাথে যার হৃদয় ছিল বাঁধা:

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ

'ওই ব্যক্তি মসজিদের সাথে যার হৃদয় ছিল বাঁধা'। [বুখারী:৬৬০]

(৫) দুনিয়া ত্যাগ ও বিলাসিতা থেকে দূরে থাকা।

ইতিকাফকারী যেসব বিষয়ের সম্পৃক্ততায় জীবন যাপন করত সেসব থেকে সরে এসে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করে ফেলে। ইতিকাফ অবস্থায় দুনিয়া ও দুনিয়ার স্বাদ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ঠিক ঐ আরোহীর ন্যায় যে কোন গাছের ছায়ার নীচে বসল, অতঃপর সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

(৬) ইচ্ছাশক্তি প্রবল করা এবং প্রবৃত্তিকে খারাপ অভ্যাস ও কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা।

কেননা ইতিকাফ দ্বারা খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার চেষ্টা গড়ে উঠে। ইতিকাফ তার জন্য সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় নিজেকে ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত করতে ও নিজের ইচ্ছাশক্তিকে শাণিত করতে। ইতিকাফ থেকে একজন মানুষ সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে বের হয়ে আসার সুযোগ পায়। যা পরকালে উপকারে আসবেনা তা থেকে বিরত থাকার সুযোগ মিলে।

(৭) ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে একান্তে চিন্তা করার সময় যেন পায়,জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে ভাবতে যেন পারে, জান্নাত পাওয়া এবং জাহন্নাম থেকে দূরে থাকার জন্য যেন কাজ করতে পারে তেমন একটা ট্রেনিং পিরিয়ড ব্যক্তিকে দেওয়া।

সর্বোপরি বলা যায়,ইতিকাফের উদ্দেশ্য অনেক সুদূরপ্রসারী। যা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহমুখী হওয়ার এবং তাতে দৃঢ় থাকার শক্তি ও সাহস যোগায়।

*[বই এর পিডিএফ:ইতিকাফ,তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও বিধান: মুহাম্মদ আকতারুজ্জামান]

*[বই- ফাজায়েল ও মাসায়েল রোজা ও ইতিকাফ:মুফতি মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী]

ইতিকাফের বিধানাবলি:

(ক)ইতিকাফের সময়সীমা: ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময়ের ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় এক মুহূর্তের জন্যও হতে পারে। এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমাদের মাযহাব। আদ্‌দুররুল মুখতার (১/৪৪৫), আলমাজমু (৬/৪৮৯), আলইনস্বাফ (৭/৫৬৬)।

ইমাম নববী আল মাজমূ (৬/৫১৪) গ্রন্থে বলেছেন:

"আর ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম দৃঢ়তার সাথে যে মত ব্যক্ত করেছেন সেটাই সঠিক মত। তা হচ্ছে- ইতিকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শর্ত। সেটা বেশি সময়ের জন্য হতে পারে, কম সময়ের জন্যেও হতে পারে। এমনকি সামান্য সময় বা এক মুহূর্তের জন্যেও হতে পারে।তবে

কিছু কিছু আলেমের মতে ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় একদিন। ইমাম আবু হানিফা থেকে ও মালেকি মাযহাবের কোন কোন আলেম থেকে এ ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।কেউ কেউ বলেন মানুষের উচিত মসজিদে গেলে ইতিকাফের নিয়ত করা ,তাহলে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অন্যান্য ইবাদাতের সওয়াবের পাশাপাশি ইতিকাফের সওয়াবও পাবে ইংশাআল্লাহ।

·	আর সর্বোচ্চ কতদিনের জন্য ইতিকাফ করা যায় এ ব্যাপারে উলামাগণের মতামত হলো, এ ব্যাপারে নির্ধারিত কোনো সময়সীমা নেই । ইতিকাফের বিধানাবলি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

https://www.hadithbd.com **আরও নির্দিষ্ট করে বললে, হাম্বলী ফিকহ অনুসারে ইতিকাফের সবচেয়ে কম সময় হচ্ছে একটা দিনের কিছু অংশ, অর্থাৎ একদিনের কিছু অংশই যথেষ্ট। শাফি'ঈ মত অনুসারে, সালাতে রুকু করার সময় মানুষ যতটুকু সময় ব্যয় করে, ইতিকাফের সবচেয়ে কম সময় ঠিক ততটুকু। ইতিকাফের নিয়তে ব্যক্তি যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে, সেটাই ইতিকাফ। এটা তিন মিনিট যেমন হতে পারে, এক দিন, দুই দিন এমনকি এক মাসও হতে পারে। শুধুমাত্র মালিকি ফিকহে ইতিকাফের জন্য নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় হচ্ছে কমপক্ষে একদিন এবং একরাত। তবে বাকি তিন ইমামের মত হচ্ছে, ইতিকাফের জন্য কোনো বাধাধরা সময় নেই-এটা মসজিদে কাটানো খুব কম সময়ের জন্যও হতে পারে। দুইজন ব্যক্তি যদি একই সাথে মসজিদে প্রবেশ করে আর একই সময়ে বের হয়, যেখানে একজন ইতিকাফের নিয়ত করেছিলেন কিন্ত অপরজন করেনি।তাহলে একজন ইতিকাফের সাওয়াব পাবে আর অপরজন পাবে না-শুধুমাত্র নিয়তের কারণে।তবে, ইতিকাফের পুরোপুরি ফায়দা তখনই হাসিল হবে, যখন ব্যক্তি দুনিয়াবি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হবে।মোবাইল সহ অন্য সবকিছু তিনি বাড়িতে রেখে যাবেন। অতি

প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছাড়া ব্যক্তি দুনিয়াবি সব কিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে মসজিদে অবস্থান করবেন।

(বই: ধূলিমলিন উপহার রমাদান: শাইখ আহমাদ মূসা জিবরিল)।

(খ)ইতিকাফকারীর মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়:

(১) মসজিদে প্রবেশের সময়:

ইতিকাফকারীর মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে জমহুর আলেম (চার ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, আহমাদ) এর অভিমত হচ্ছে- ২১ রমযানের রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবেন। এ মতের পক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলিল দেন:

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি রমযানের শেষ দশরাত্রি ইতিকাফ করতেন।[বুখারি ও মুসলিম]

শেষ দশরাত্রি ২১ তম রাত থেকে শুরু হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ২১ তম রাত্রির সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করবেন।

(২) তারা আরও বলেন: ইতিকাফকারী যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিকাফ করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- লাইলাতুল ক্বদর প্রাপ্তি। রমযানের ২১তম রাত্রি শেষদশকের একটি বেজোড় রাত্রি; তাই এ রাতটি লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য এ রাতে ইতিকাফ করাটা বাঞ্ছনীয়।[আল-মুগনি ৪/৪৮৯]

তবে সহিহ বুখারি (২০৪১) ও সহিহ মুসলিম (১১৭৩) কর্তৃক আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম যদি ইতিকাফ করতে চাইতেন তিনি ফজরের নামায পড়ে তাঁর ইতিকাফের স্থানে ঢুকে যেতেন।

এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থের পক্ষে অভিমত দিয়ে বেশ কিছু সলফে সালেহীন বলেন: ফজরের নামাযের পর ইতিকাফস্থলে ঢুকতে হবে। এ মতটি সৌদি ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গ্রহণ করেছেন (১০/৪১১) এবং বিন বাযও গ্রহণ করেছেন (১৫/৪৪২)।

তবে জমহুর আলেম এ দলিলের বিপক্ষে দুইটি জবাব দিয়ে থাকেন:

এক. ঈমাম নববী (রহ.)বলেন,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ একাকিত্ব গ্রহণ করে ইতিকাফের বিশেষ স্থানে প্রবেশ করেছেন ফজরের নামাযের পর। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ফজরের নামাযের পর ইতিকাফ শুরু করেছেন। বরং মাগরিবের আগেই তিনি ইতিকাফ শুরু করে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন; আর ফজরের নামাযের পর নির্জনতা গ্রহণ করেছেন।

"যদি ইতিকাফ করতে চাইতেন তাহলে তিনি ফজরের নামায পড়ে ইতিকাফস্থলে ঢুকে যেতেন" এ হাদিসাংশ দিয়ে সেসব আলেম দলিল দেন যারা মনে করেন: দিনের শুরু থেকে ইতিকাফ শুরু হয়।ইমাম মালেক, আবু হানিফা, শাফেয়ি ও আহমাদের মতে, যদি গোটা মাস অথবা দশদিন ইতিকাফ করতে চায় তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করবে।

দুই. হাম্বলি মাযহাবের আলেম কাযী আবু ইয়ালা আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসের একটি জবাব দেন সেটি হচ্ছে- এ হাদিসকে এ অর্থে গ্রহণ করা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ রমযান ফজরের নামাযের পর ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করতেন। সিন্দি বলেন: কিয়াসের মাধ্যমে এ জবাবটি জানা যায়। এ জবাবটি অধিক উত্তম এবং অধিক নির্ভরযোগ্য।

https://islamqa.info/bn/answers

(খ) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়:

রমযানের দশদিনের ইতিকাফ রমযানের শেষদিনের সূর্যাস্তের মাধ্যমে শেষ হবে। আর যদি ফজর পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে ইতিকাফ থেকে সরাসরি ঈদের নামাযে যেতে চান এতেও কোন অসুবিধা নেই। কিছু কিছু সলফে সালেহীন এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

ইমাম নববী ;আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

ইমাম শাফেয়ি ও তাঁর ছাত্রগণ বলেন: যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশদিনের ইতিকাফের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে চায় তার উচিত সূর্যাস্তের আগে ২১ রমযান রাতে মসজিদে প্রবেশ করা। যাতে করে, শেষ দশদিনের কোন অংশ তার ছুটে না যায়। ঈদের রাত্রির সূর্যাস্ত যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হবে। এক্ষেত্রে রমযান মাস পূর্ণ ৩০ দিন হোক অথবা অপূর্ণ হোক। উত্তম হচ্ছে- ঈদের রাত্রিতে মসজিদে অবস্থান করা; যাতে করে ঈদের নামায সেখানে পড়তে পারে অথবা মসজিদ থেকে সরাসরি ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায আদায় করে আসতে পারে।

যদি ইতিকাফ থেকে সরাসরি ঈদের নামাযে বের হয় তাহলে নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করে নেয়া ও পরিপাটি হওয়া মুস্তাহাব। কারণ এটি ঈদের সুন্নাত।

https://islamqa.info/bn/answers

(গ)ইতিকাফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি :ইতিকাফের অনেকগুলো শর্ত রয়েছে।শর্তগুলো নিচে দেওয়া হলো:

(১)মুসলমান হওয়া ইতিকাফের শর্ত। কেননা কাফেরের ইবাদাত গ্রহণযোগ্য নয়।

(২)ইতিকাফকারিকে প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ বুদ্ধি বা বিবেকবোধ সম্পন্ন হতে হবে।(সুতরাং পাগল ও বাচ্চাদের ইতিকাফ গ্রহণযোগ্য নয়।)

(৩) ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে। কেননা মসজিদে অবস্থান হয়তো ইতিকাফের নিয়তে হবে অথবা অন্য কোনো নিয়তে।আর এ দুটোর মধ্য পার্থক্য করার জন্য নিয়তের প্রয়োজন। রাসূল (সা:) বলেছেন,

। الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِلك « । الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِلكُ

'প্রত্যক কাজের নির্ভরতা নিয়তের উপর,যে যা নিয়ত করবে সে কেবল তাই পাবে। [বুখারী:১]

সুতরাং বিনা নিয়তে মসজিদে অবস্থান করলে ইতিকাফ হবে না।

(৪)পুরুষের জন্য এমন মসজিদে ইতিকাফ করা যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার জন্য নিয়মিত ইমাম ও মুয়াজ্জিন রয়েছেন। (কাজেই অনাবাদি ও বিজন মসজিদে একাকী ইতিকাফ গ্রহণযোগ্য নয়।)

(৫) ইতিকাফকারীর জন্য রোজাদার হওয়া। (কাজেই রোজা ছাড়া ওয়াজিব ও সুন্নত ইতিকাফ গ্রহণযোগ্য হবে না।)

(৬) ইতিকাফকারীর জন্য জানাবাত (বীর্যপাতজনিত অপবিত্র অবস্থা), হায়েজ ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া আবশ্যক। (কাজেই হদসে আকবার তথা এই তিন ধরনের নাপাকি অবস্থায় মসজিদে ইতিকাফ করা কখনো জায়েজ নয়।)

তবে ইস্তিহাজা অবস্থায় ইতিকাফ করা বৈধ।আয়িশা (রা:) বলেন,"রাসুল (সা:)এর সাথে তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে হতে কেউ একজন ইতিকাফ করেছিলেন ইস্তিহাজা অবস্থায়। তিনি লাল ও হলুদ রঙের স্রাব দেখতে পাচ্ছিলেন,আমরা কখনো তার নিচে পাত্র রেখে দিয়েছি নামাজের সময়। ' [বুখারী : ২০৩৭]

ইস্তিহাজাগ্রস্তদের সাথে অন্য ব্যধিগ্রস্তদেরকে মিলানো যায়,যেমন: বহুমূত্র রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তি।তবে শর্ত হলো মসজিদ যেন অপবিত্র না হয়।

(৭) সকল আলেম এব্যাপারে একমত যে,ইতিকাফ মসজিদে হতে হবে।তবে জামে মসজিদ হলে বেশি ভালো,কেননা এমতাবস্থায় জুমার নামাজের জন্য ইতিকাফকারীকে মসজিদ থেকে বের হতে হবে না।

(৮) নারীর ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি শর্ত।

**. হিন্দিয়া, ১/২১১; মারাকিল ফালাহ, ৩৮১-৩৮২; আল-বাহরুর রাইক, ২/২৯৯; তাবয়িনুল ১৬৪ হাকাইক, ২/২২২; দুররে মুখতার, ৩/৪২৯

[বই- ফাজায়েল ও মাসায়েল রোজা ও ইতিকাফ:মুফতি মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী]

***ইতিকাফের প্রয়োজনীয় মাসায়েল:

- ইতিকাফ নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ:

ইতিকাফের স্থান থেকে ইসলামসম্মত প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।ইতিকাফ ভঙের কিছু কারণ নিচে দেওয়া হলো:

(১) স্ত্রী সহবাস করলে, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে হোক। সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে চুম্বন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না হলে ইতিকাফ বাতিল হবে না। তবে ইতিকাফ অবস্থায় এসব করা হারাম।

[নুরুল ইযাহ, মারাকিল ফালাহ (-এর অন্তর্ভুক্ত), ৩৮৪; দুররে মুখতার (-শামির অন্তর্ভুক্ত)],

ইতিকাফরত অবস্থায় অসদুদ্দেশ্য দৃষ্টিপাত বা খারাপ কল্পনার দরুন বীর্যপাত হলে ইতিকাফ নষ্ট হবে না, কিন্তু এমনটা করা মারাত্মক গুনাহ। [দুররে মুখতার,৩/৪৪৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যৌন মিলন করো না যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফে থাকো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭)।

(২)যদি ইতিকাফরত ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়, তার কোনো হুঁশ বুদ্ধি না থাকে, তাহলে তার ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। [হিন্দিয়া,১/ ২১৩; বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৮৭]

(৩) যদি ইতিকাফরত ব্যক্তি এক দিন ও এক রাতের চেয়েও বেশি সময় বেহুঁশ থাকে, যার কারণে রোজা রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাহলে তার ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। [শামি,৩/৪৪৩,বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৮৬;হিন্দিয়া, ১/২১৩]

(৪) কোনো মহিলা অপবিত্র অবস্থায় ইতিকাফ করতে পারে না। যদি ইতিকাফকালে হায়েজ অথবা নেফাস আরম্ভ হয়ে যায়, তবে ইতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। [শামি, ৩/৪৩০; আল-বাহরুর রাইক, ২/২৯৯; হিন্দিয়া, ১/২১১; বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৭৪; মারাকিল ফালাহ, ৩৮২]।

(৫) যদি ইতিকাফরত অবস্থায় ব্যক্তি ইচ্ছা করে পানাহার করে রোজা ভঙ্গ করে দেয়, তাহলে রোজার সাথে সাথে ইতেকাফও ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ভুলবশত পানাহার করলে রোজা বা ইতেকাফ কোনোটিই ভঙ্গ হবে না। আর যেসব কারণে শুধু ইতেকাফ ভঙ্গ হয়, যেমন, সহবাস করা, তা ইচ্ছামূলক করা এবং ভুলবশত করার বিধান এক এবং অভিন্ন। কাজেই রোজাদার ইতিকাফরত ব্যক্তি ভুলবশত

দিনেরবেলা সহবাস করলে রোজা ভঙ্গ হবে না, কিন্ত ইতিকাফ অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যাবে।[বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৮; হিন্দিয়া, ১/২১৩; আল-বাহরুর রাইক, ২/৩০৩; শামি, ৩/৪৪৩]

(৬)যদি ইতিকাফরত ব্যক্তি ইতিকাফকালে মুরতাদ হয়ে যায় অথবা খারাপ আকিদা পোষণ করে কুফরি কথা বলে তাহলে সাথে সাথে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। [বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৮৬; ফাতহুল কাদির, ২/৪০৩]

(৭)ইতিকাফরত ব্যক্তি যদি ভোট দেওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হয় তাহলে তার ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ,এটা গ্রহণযোগ্য ওজর নয়। [আল-বাহরুর রাইক, ২/৩০২; হিন্দিয়া, ১/২১২; খানিয়া (কাযীখান), ১/২২২; দুররে মুখতার, ৩/৪৩৭; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১৫/৩০০]

[বই- ফাজায়েল ও মাসায়েল রোজা ও ইতিকাফ:মুফতি মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী]

**যেসব কারণে ইতিকাফ মাকরুহ হয়:

ইতিকাফ অবস্থায় চুপ থাকলে সওয়াব হয়, এই মনে করে চুপ থাকা মাকরুহে তাহরিমি। এছাড়াও অনর্থক ও বাজে কথা বলা,বিনা প্রয়োজনে পার্থিব কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরুহে তাহরিমি। যেমন কেনাবেচা করা। তবে একান্ত প্রয়োজনবশত, যেমন: ঘরে খাবার নেই এবং সে ছাড়া অন্য কোনো বিশ্বস্ত মানুষও নেই–এরূপ অবস্থায় মসজিদে মালপত্র উপস্থিত না করে কেনাবেচার চুক্তি করে, চুপ থাকা ইবাদাত মনে না করে যদি চুপ থাকে তাহলে তা মাকরূহ হবে না।

[তাবয়িনুল হাকাইক, ২/২২৯; মারাকিল ফালাহ, ৩৮৪; দুররে মুখতার, ৩/৪৪০-৪৪১; হিন্দিয়া, ১/২১৩; খানিয়া (কাযীখান),১/২২২]

**ইতেকাফকারী যেসব প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে পারে:

নিম্নোক্ত তিনটি প্রয়োজনে ইতেকাফকারী ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হতে পারে:

(১) মানবিক (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন। যেমন, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি।

(২) শরয়ি প্রয়োজন। যেমন, যে মসজিদে ইতেকাফরত সে মসজিদে জুমআর নামাজ হয় না, বিধায় জুমআর নামাজ পড়ার জন্য অন্য মসজিদে যাওয়া।

(৩) ঠেকা বা অপারগতাজনিত প্রয়োজন। যেমন, মসজিদ ধসে পড়া অথবা কোনো জালেম কর্তৃক ইতেকাফরত ব্যক্তিকে বলপূর্বক মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া,তাকে কোনো জালিম গ্রেপ্তার করলে,মসজিদের আশেপাশের বসতির সকল লোক চলে গেলে এবং মসজিদে জামাতে নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে গেলে ইত্যাদি।

[দুররে মুখতার (শামির অন্তর্ভুক্ত), ৩/৩৮৬; তাতারখানিয়া, ৩/৪৪৫ ;হিন্দিয়া,১/২১২]

 যেসকল কাজে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায়েজ বা যেসকল কাজ ব্যক্তির জন্য জায়েজ এবং ইতিকাফ নষ্ট হবে না তেমন কিছু বিষয় নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:

(১)প্রাকৃতিক প্রয়োজন, যেমন, পেশাব-পায়খানা, নাপাকি দূর করা, জানাবতের গোসল এবং ওয়াজিব অজুর জন্য ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েজ আছে।

[দুররে মুখতার, ২/৪৩৪-৪৩৫; তাবয়িনুল হাকাইক, ২/২২৬; মারাকিল ফালাহ, ৩৮৩; হিন্দিয়া, ১/২১২; খানিয়া (কাযীখান), ১/২২১]

(২)ইতিকাফকারী ব্যক্তি যদি জরুরত পুরা করার জন্য মসজিদের নিকবর্তী টয়লেট বাদ দিয়ে নিজের (অথবা কোনো বন্ধুর) বাড়িতে যায়, তবে এ কারণে ইতেকাফ নষ্ট হবে না। [শামি,৩/৩৮৭]

(৩)যদি ইতিকাফকারী ব্যক্তির পেশাব করার পর ফোঁটা ঝরার আশঙ্কা থাকে, আর আশঙ্কা দূর করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু সময় পায়চারি করে ঢিলা বা টিসু ব্যবহার করে, তবে ইতেকাফ অবস্থায় এরূপ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত । [শামি ৩/৪৩৫]

(৪) যদি ইতিকাফরত ব্যক্তি প্রাকৃতিক বা শরয়ি প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মসজিদের বাহিরে যায় তাহলে যাওয়া-আসার সময় না থেমে চলন্ত অবস্থায় কারও সাথে সালাম-কালাম করলে ইতিকাফ নষ্ট হবে না। তবে যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেমে কথা বলতে থাকে, তবে ইমাম আব হানিফা রহ.-এর মতে ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

[আল- বাহরুর রাইক,২/৩০২]

(৫)যদি ইতিকাফকারী ব্যক্তির ঘর বা অন্য কোথাও থেকে খাবার আসার কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তবে প্রয়োজনানুসারে খাবার   আনার জন্য সে তার ঘরে যেতে পারবে,তবে বেশি সময় থাকা যাবে না।

এবিষয় থেকে বলা যায়, যে লোক হারামাইন শরিফাইনে ইতেকাফ করার সৌভাগ্য লাভ করে সে যদি মাগরিবের পর নিকটবর্তী হোটেলে গিয়ে খাবার খেয়ে আসে অথবা বাইরের আঙিনায় গিয়ে খাবার খায়, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এটি প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

[মারাকিল ফালাহ-তাহতাবি (এর অন্তর্ভুক্ত), ৩৮৪: আল-বাহরুর রাইক, ২/৩০৩; শামি, ৩/৪৪০ তাতারখানিয়া, ৩/৪৪৫]

(৬) কেউ যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বা অজু করার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়, তখন দ্রুত শরীরে পানি ঢেলে নিলে ইতেকাফের ক্ষতি হবে না। কিন্তু গোসলের জন্য দীর্ঘ সময় মসজিদের বাইরে অবস্থান করা জায়েজ হবে না।

কেউ যদি শুধু অপ্রয়োজনীয় গোসল, যেমন : শরীর ঠান্ডা করার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়, তাহলে তার ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

(৭) যদি ইতিকাফকারীর মসজিদে জুমআর নামাজ পড়া না হয় তখন জুমআর নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের বাইরে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হবে না;কিন্ত এমন সময় মসজিদ থেকে বের হবে যে, অন্য মসজিদে গিয়ে যেন খুতবার আগে সুন্নত পড়তে পারে। ফরজের পর সুন্নত পড়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।এমন যদি হয় যে, সেখানে গিয়ে ইতিকাফে বসে গেছে, আগের মসজিদে ফিরে আসেনি, তাহলে তার ইতিকাফ নষ্ট হবে না। কিন্ত এরকম করা মাকরুহ। উত্তম হলো, যে মসজিদে ইতিকাফ শুরু করা হয় সেখানে ইতিকাফ পূর্ণ করা।

[মারাকিউল ফালাহ, ৩৮৩; আল-বাহরুর রাইক, ২/২২৬; দুররে মুখতার, ৩/৪৩৫-৪৩৬ ১৮, হিন্দিয়া, ১/২১২]

(৮)যদি ইতিকাফকারীর জন্য আজান দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের সীমানার বাইরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয় (যেমন, লাউডস্পিকার বাইরের কামরায় রাখা আর তা মসজিদের ভেতরে আনা যায় না এবং ইতেকাফকারী ছাড়া আজান দেওয়ার কোনো লোক পাওয়া যায় না) তবে তাও শরয়ি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।এরূপ ইতেকাফকারী ব্যক্তি আজান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যেতে পারে। এতে তার ইতিকাফ নষ্ট হবে না।[হিন্দিয়া, ১/২১২; খানিয়া (কাযীখান), ১/২২৩; আল-বাহরুর রাইক, ২/৩০৩]

*অন্যরা বলেন,ইতিকাফকারী মসজিদের মুয়াজ্জিন হোক বা না হোক, বিদ্যুৎ থাকুক বা না থাকুক–সর্বাবস্থায় মসজিদের বাইরে গিয়ে আজান দিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১ / ২১২, রদ্দুল মুহতার: ২ / ৪৪৬)

(৯)ইতিকাফকারী ব্যক্তি যেমন সামনাসামনি কারও সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে পারে, তেমনই তার জন্য মোবাইলে প্রয়োজনীয় কথা বলাও বৈধ। তবে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি কথাবার্তা থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকা উচিত।

[দুররে মুখতার, ৩/৪৪১-৪৪২; তাতারখানিয়া, ৩/৪৪৮; আল-বাহরুর রাইক, ২/৩০৪; ফাতহুল কাদির, ২/৩৯৮; হিন্দিয়া, ১/২১২]

(১০) যদি কোনো ডাক্তার বা হাকিম ইতিকাফ করেন আর হঠাৎ কোনো রোগী এসে যায় এবং তিনি তাকে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনি যদি মসজিদকে চেম্বার বানিয়ে নেন যে, এখানে রোগীদের যথারীতি ভিড় জমে যায়, তবে তা জায়েজ হবে না।

[শামি, ২/৪৩৬ ও হিন্দিয়া, ৩/৪৪২]

(১১) যদি ইতিকাফকারী ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয়ে যায় তাতে ইতেকাফ নষ্ট হয় না। তবে তার উচিত তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে পাক-সাফ হওয়া।স্বপ্নদোষের পর কোনো ওজরের কারণে যদি মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি তায়াম্মুম করে নেবে,পরবর্তীতে সুযোগ হওয়া পর্যন্ত সেখানে থেমে থাকবে।

[বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৮৭; ফাতহুল কাদির, ২/৩৯৬; বিনায়া, ৪/১৩৩]

(১২) যদি ইতিকাফকারী ব্যক্তি জানাজার নামাজ পড়ার জন্য বা রোগী দেখার জন্য ইচ্ছাপূর্বক মসজিদের সীমানার বাইরে বের হন তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অগ্রগণ্য অভিমত অনুযায়ী তার ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে শরয়ি বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যদি মসজিদ থেকে বের হন আর ফিরে আসার সময় না থেমে জানাজার নামাজে শরিক হয়ে যান বা রাস্তা না বদলে কোনো রোগী দেখে আসে তাহলে ইতিকাফ নষ্ট হবে না।

[ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১৫/২৯৯; আহসানুল ফাতাওয়া, ৪/৪৯৯; আল-বাহরুর রাইক, ২/৩০২; আল-বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৮৩-২৮৪; শামি, ৩/৪৩৪-৪৩৫; মিরকাত, ৪/৫২৯] [বই- ফাজায়েল ও মাসায়েল রোজা ও ইতিকাফ:মুফতি মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী]

(১৩) ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার ও ঘুমানোর অনুমতি আছে। তবে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সব ইমামদের ঐকমত্য আছে। তবে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত; কেননা আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত ও একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশের জন্য কম খাওয়া, কম ঘুমানো সহায়ক বলে বিবেচিত।

(১৪) ইতিকাফকারীর পরিবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে, কথা বলতে পারবে। কেননা নবী (সা.)-এর স্ত্রীরা ইতিকাফকালীন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু সাক্ষাৎ দীর্ঘ না হওয়া উচিত । নিজ পরিবারের লোকদের বিদায় জানানোর জন্য বের হওয়া জায়েজ আছে। তবে বিনা প্রয়োজনে বের না হওয়াই ভালো।

*সাফিয়্যা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রমযানের শেষ দশকে মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে হাযির হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফরত ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তারপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মুমিনীন) উম্মে সালমা (রাঃ) এর গৃহ সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন দুজন আনসারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম করলেন। তাঁদের দুজনকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা দুজন থাম। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা বিনত হুযায়্যী। এতে তাঁরা দু’ জনে সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ

বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ শয়তান মানুষের রক্ত শিরায় চলাচল করে। আমি আশংকা করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। (সহিহ বুখারী)

(১৫) ইতিকাফরত অবস্থায় দ্বীনি আলোচনা, নছিহত করা যাবে।কিন্ত এমন যেন না হয় যে এমন উদ্দেশ্য নিয়েই ইতিকাফে একত্র হয়েছেন।

(১৬) ইতেকাফকারীর জন্য মসজিদে বায়ু ছাড়া নিঃসন্দেহে বেয়াদবি,এটা মসজিদে থাকার আদবের খেলাফ। তা সত্ত্বেও এখানে বিবেচনার বিষয় এই যে, বায়ু বের করার প্রয়োজন হলে মসজিদে থাকবে, না এ উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উভয় ধরনের বক্তব্য রয়েছে। কিছু বক্তব্য দ্বারা বুঝতে পারা যায়, মসজিদে বায়ু বের করার ক্ষেত্রে কোনো দোষ নেই। আবার কিছু তথ্য এমনও রয়েছে যে, যখন বায়ু ছাড়ার প্রয়োজন হবে, তখন মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে। মুফতি মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরীর মতে উভয় বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয় এভাবে যে, বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হলে তা বের করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর দুর্গন্ধযুক্ত না হলে মসজিদের ভেতরেই বায়ু ছাড়ার অনুমতি আছে।" [শামি,২/৪২৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من أكل من هذه الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنْ

الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الإنس.

যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের কিছু খায় সে যেন আমার মসজিদের ধারেকাছেও না আসে। কেননা, যা দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় তা দ্বারা ফেরেশতাগণও কষ্ট পান।

[বুখারি,৮৫৩;মুসলিম,৫৬১]

(১৭) গোসল করা, চুল আঁচড়ানো, তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার, ভালো পোশাক পরা– এসবের অনুমতি আছে। আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি ঋতুবতী অবস্থায় নবী (সা.)-এর মাথার চুল আঁচড়ে দিতেন, যখন রাসুল (সা.) মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় থাকতেন, আয়েশা (রা.) তাঁর কক্ষে থাকা অবস্থায় রাসুল (সা.) এর মাথার নাগাল পেতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০৪৬)

ইতিকাফের মুস্তাহাব বিষয়

(১) বেশি বেশি নামাজ পড়া, কোরআন তিলাওয়াত, অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ তাফসির পড়া এবং ইসলামী সাহিত্য ও বই-পুস্তক পড়া, অর্থাৎ দ্বীনি ইলম অর্জন করা।

(২) বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। ঝগড়াঝাটি এবং গালমন্দ না করা।

(৩) মসজিদের একটি অংশে অবস্থান করা। নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) আমাকে মসজিদে নববীতে রাসুল (সা.)-এর ইতিকাফের সুনির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়েছেন। (সহিহ মুসলিম) https://silkcitynews.com

ইতিকাফ ভঙ্গ হলে তার কাযা আদায় প্রসঙ্গে :

যেকোনো কারণে সুন্নত ইতিকাফ ভেঙে গেলে যে দিনের ইতিকাফ ভেঙ্গে গেছে, শুধু ওই দিনের কাজা করতে হবে। পূর্ণ ১০ দিনের কাজা ওয়াজিব হবে না। ওই দিনের কাজা আদায়ের পদ্ধতি এই যে, যদি এই রমজান মাসে সময় থাকে, তাহলে যেকোনো দিন সূর্যাস্তের আগে ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করবেন এবং পরের দিন সূর্যাস্তের পর বের হবেন।

যদি এ রমজানে সময় না থাকে অথবা রমজানে কাজা করা সম্ভব না হয়, তাহলে যেকোনো একদিন রোজা রেখে ইতিকাফ কাজা করে নেবেন। পরের রমজানে কাজা করলেও পারবে। তবে যেহেতু জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই, তাই দ্রুতই আদায় করা উচিত।

সুন্নত ইতিকাফ ভেঙে যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া জরুরি নয়; বরং বাকি দিনগুলো নফলের নিয়তে ইতিকাফ করতে হবে।

যদি অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুলে সুন্নত ইতিকাফ ভেঙে যায়, তাহলে বের না হওয়াই উচিত। কেননা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা খাস মেহেরবানিতে সুন্নত ইতিকাফের সওয়াবই দিয়ে দেবেন। তাই ইতিকাফ ভেঙে যাওয়ার পরও উত্তম হল শেষ দিন পর্যন্ত ইতিকাফ করে নেওয়া। যদি না করে তাহলেও জায়েজ আছে। আবার এটাও জায়েজ আছে, ইতিকাফ ভেঙে যাওয়ায় যদি বের হয়ে গিয়ে থাকে, তালে নফলের নিয়তে বাকি দিনগুলো ইতিকাফ করে নেবে।

**অনেকে রাসুল (সা:)এর একটি হাদিস থেকে বলেন যে তিনি ইতিকাফের কাযা দশ দিন করেছেন।হাদিসে ছিলো, একদিন রাসুল (সা:)মসজিদে তাঁর স্ত্রীদের তাঁবু দেখে তা খুলতে বলেন, তাঁর ইতিকাফ বাতিল করেন এবং পরবর্তীতে শাওয়াল মাসে দশ দিন কাযা করেন। কিন্তু এটা রাসুল (সা:) এর জন্য খাস ছিলো।কোনো কারণে ইতিকাফ ভেঙে গেলে রোজা রেখে পূর্ণ একদিন ইতিকাফ করলেই কাযা আদায় হয়ে যাবে।

https://www.amadershomoy.com

মহিলাদের ইতিকাফ :

রমযানের শেষ দশকের ইতিকাফের বিধানটি মূলত পুরুষদের জন্য, যা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্য ফকীহগণ নারীদের ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলেন না। তবে কোনো নারী ইতিকাফ করতে চাইলে তার নিয়ম হল, সে তার 'ঘরের মসজিদে' (অর্থাৎ নিজ নামাযের জন্য নির্ধারিত কক্ষ বা জায়গায়) ইতিকাফ করবে। যদি আগ থেকে নামাযের জন্য জায়গা নির্ধারিত না থাকে তবে একটি জায়গা নির্ধারণ করে নিবে এবং সেখানে ইতিকাফে বসবে। এক্ষেত্রে তিনি সুন্নত ইতিকাফের নিয়ত করলে সুন্নাত ইতিকাফের বিধিবিধান তার জন্যও প্রযোজ্য হবে। সেক্ষেত্রে অযু-ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন বা শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া ঐ কক্ষ থেকে বের হতে পারবেন না।

* খাবার পৌঁছে দেয়ার লোক না থাকলে খাবার আনার জন্য বাইরে যেতে পারবেন। [বাদায়িউস সানায়ে ২/২৮২, হেদায়া ১/ ২৩০; ফাতাওয়া শামী ৩/৪৩৫।]

*পানাহার ইতিকাফের জায়গায় করতে হবে। বাইরে করা যাবে না। [হেদায়া ১/২৩০।]

*ইতিকাফের জায়গায় থেকে অন্যদের সাংসারিক কাজের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া যাবে। বাইরে যাওয়া যাবে না।রান্না-বান্নার লোক না থাকলে ইতিকাফের স্থানে থেকে রান্না -বান্নার কাজ সম্ভব হলে করা যাবে।

[ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৫/৩৩৪।]

· অনেকে রসুল সা: এর একটি হাদিস থেকে বলেন যে মহিলাদের ও ইতিকাফ মসজিদে করতে হবে। কিন্ত আসল কথা হলো ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সেখানে মহিলাদের ইতিকাফ করা যাবে না,বরং তা হারাম হবে।

· হাদিসটি এমন: সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আম্মাজান আইশা (৩) বলেন, নবিজি (সা:) তাঁকে এবং হাফসা (রা:)-কে ইতিকাফের অনুমতি দিয়েছিলেন।

· একবার নবিজি (সা:) মসজিদের মধ্যে অনেকগুলো তাঁবু দেখতে পেলেন। এই তাঁবুগুলো আসলে নারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যাতে তারা পর্দাসহকারে ইতিকাফ করতে পারে এবং এক অপরের সাথে ফুযুল কথা বার্তায় জড়িয়ে না পড়ে। কিন্ত নবিজি (সা:) তাঁদেরকে সেগুলো খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন, তাঁর নিজের ইতিকাফ বাতিল করলেন এবং পরবর্তী মাসে তা পূর্ণ করে নিলেন। এখানে ,কিছু আলিমের মতে, তাঁদেরকে তাঁবু খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ হতে পারে তাঁদের ঈর্ষাপরায়ণ ও নবি (সা:)- এর কাছে অবস্থান করার প্রতিযোগী মনোভাবের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁদের ইতিকাফ করা পছন্দ করেননি। তাঁরা নবিজি (সা:)-এর কাছাকাছি থাকতে চাচ্ছিলেন। এখানে মূলত ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতার বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছিল, যা ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়।

আবার,ইতিকাফের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াবি সবকিছু থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকা। কিন্ত তাঁরা চাচ্ছিলেন নবিজি (সা:)-এর কাছে থাকতে। তাই এই প্রতিযোগিতার কারণে ইতিকাফের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল, এ কারণে নবিজি (সা:) তাঁদের তাঁবু খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা এক পক্ষের মত।

· অন্য আলিমের মতে, এই নির্দেশ নারীদেরকে ইতিকাফ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য দেওয়া হয়নি। বরং মসজিদে এত বেশি তাঁবু টানানো ছিল যে, পুরুষদের ফরয আদায় করার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল না।

· এখান থেকে মূলত নারীদের ইতিকাফের অনুমতির বিষয়টা পাওয়া যায়।কিন্ত বর্তমানে এতো ফিতনার সময়ে উলামাগণ মহিলাদের ইতিকাফের জন্য

মসজিদের চেয়ে নিজেদের ঘরকে উত্তম মনে করেন।নারীদের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি। কারণ বর্তমান যুগ ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগ। মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার প্রবল আশঙ্কা এবং অনৈতিকতা, অশ্লীলতারও আশঙ্কা আছে। তাই বর্তমান যুগে নারীদের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি।

(আল মাবসুত লিল সারাখসি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা:১১৫)

বিবাহিতা মহিলাদের ইতিকাফ:

বিবাহিতা মহিলারা রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ বা অন্য সময়ের নফল ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।আর স্বামীদের উচিত গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া স্ত্রীদের ইতিকাফের সওয়াব থেকে বঞ্চিত না করা। [বাদায়ে ;২/২৭৪।]

স্বামী স্ত্রীকে অনুমতি দেওয়ার পর তাকে আর বাধা দিতে পারবে না।

[ফাতাওয়া শামি ;৩/৪২৯]

*যেসকল মহিলার ছোট বাচ্চা আছে কিন্ত তাদের লালন-পালনের জন্য অন্যকেউ নেই,এছাড়াও যে মহিলার স্বামী অসুস্থ তার সেবা করতে হয়,ঐ মহিলার জন্য ইতিকাফ করার চেয়ে বাচ্চার দেখাশোনা বা স্বামীর সেবা করাই উত্তম। এমনকি ইতিকাফের নিয়ত করলে ইতিকাফের সওয়াব ও পাবে। [জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১/৩৫।]

*ইতিকাফ অবস্থায় কোন ভাবেই স্বামী-স্ত্রী মেলামেশা করা যাবেনা। করলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

[ফাতাওয়া শামি;৩৪৪২।]

অবিবাহিতা মহিলার ইতিকাফ:

অবিবাহিতা নারী যদি তার অভিভাবকের পরামর্শে ও অনুমতিক্রমে ইতিকাফ করে, তাহলে অনেক উত্তম। তবে যে মহিলা অবসর তার জন্য কারো পরামর্শ ব্যতীত ইতিকাফ করা বৈধ। [জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া-১/৩৫]

* পুরুষদের ইতিকাফ যে যে কারণে ভেঙ্গে যায় মহিলার ইতিকাফ ও সে সে কারণে ভেঙ্গে যাবে। এছাড়াও মহিলাদের হায়েজ এবং নিফাজ শুরু হলে ইতিকাফ ভেঙে যায়। মহিলাদের সুন্নত ইতিকাফে বসার আগেই হায়েয নেফাসের দিন তারিখের হিসাব-নিকাশ করে বসাই উচিত। যাতে ইতিকাফ শুরু করার পর হায়েয শুরু হয়ে না যায়। তবে কারও যদি রমযানের শেষ দশকে হায়েয হওয়ার নিয়ম থাকে তাহলে তিনি হায়েয শুরু হওয়া পর্যন্ত নফল ইতিকাফ করতে পারেন। হায়েয শুরু হওয়ার আগেই ওষুধ খেয়ে হায়েয বন্ধ রেখে রোযা রাখলে এবং ইতিকাফ করলে সহীহ হবে।

কোনো মহিলা ইতিকাফ শুরু করার পর যদি তার হায়েয শুরু হয়ে যায় তাহলে তার ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরে শুধু এক দিনের ইতিকাফ রোযাসহ কাযা করে নিবেন।

https://www.ourislam24.com

https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/detail/3648/

https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life.

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, ইতিকাফ এমন একটি ইবাদাত,যা বিনিময়যোগ্য নয়। এর সুফল লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে নিজে দুনিয়ার সকল ব্যস্ততা পেছনে ফেলে আল্লাহর জন্য মসজিদে অবস্থান করতে হবে। ব্যক্তি ইতিকাফের মাধমে

বরকতময় রাত লাইলাতুল লাভ,গুনাহ মুক্ত জীবন গঠন,একাকি সংগোপনে মহান রবের ইবাদাত,আত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারে।তাছাড়া বছরের বাকি সময়ের জন্য ইবাদাতের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্যে করে ইতিকাফ।ইতিকাফ ঈমান বৃদ্ধির জন্য, অন্তর নরম করার জন্য,দুনিয়াপ্রীতি কমানোর জন্য,সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বাড়ানোর বড় একটি সুযোগ। মহান বাদশা আল্লাহ রব্বুল আলামীন যদি খুশি হয়ে যান তো আর কি লাগে? সকলের উচিত এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের ঈমানি চেতনাকে জাগিয়ে তোলা ও উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা।

সমাপ্ত